Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 60
October-December, 2019

বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ : একটি ফিকহী পর্যালোচনা

Benefits Arising out of Mortgaged Property A Review of Juristic Opinions

Md. Miqdad Siddique*
Md. Shofiqul Islam**

ABSTRACT

Mortgage indisputably plays a vital role in economic transactions. Mortgage against debt provides security for payment of debt. An inextricable part of mortgage is the subjecmatter of mortgage or mortgaged property. Islamic scholars unanimously opine that owenership of the mortgaged property belongs to the mortgagor. However, they differ as to the recipients entitled to benefits arising out of mortgaged property. This article has endeavoured to decipher and explicate this issue by analyzing different juristic discourses. Relying on the authentic opinions of most of the Islamic jurists the author has asserted that with consent of the mortgagee or creditor a mortgagor or debtor is entitled to enjoy benefits arising out of mortgaged property. However, several scholars have opined that it is also lawful for the mortgagor to enjoy benefits arising out of mortgaged property without the assent of the mortgagee. Jurists have also differed on the very issue of enjoying benefits by the mortgagee. To most of the jurists, it is unlawful to enjoy benefits arising out of mortgaged property by the mortgagee even with the assent of the mortgagor. Because, debt if brings benefit will be treated as interest. On the contrary, several scholars have upheld the validity of the aforesaid case. If the mortgagee incurs any expenses in relation to the mortgaged property only then he is entitled to enjoy the benefits in proportion to the expenses. Most appallingly, the research paper argues that the mortgage system as extant in Bangladesh is indeed in the nature of riba al-nasi'ah and thus not valid.

* Md. Miqdad Siddique is an M.Phil researcher in the department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, email: mikdadsiddiquee@gmail.com

** Md. Shofiqul Islam is the Managing Director of Family Living Ltd. and former lecturer Juranpur Adarsha University College, Comilla, email: sohail_morol@yahoo.com

Keywords: mortgage; subject-matter of mortgage; mortgagor; mortgagee, riba al-nasi'ah.

সারসংক্ষেপ

রাহ্ন বা বন্ধক আর্থিক লেনদেনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। বন্ধক-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বন্ধকী বস্তু। বন্ধকী বস্তুর মালিকানা বন্ধকদাতার - এ ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু বন্ধকী বস্তু থেকে কে উপকার লাভ করবে- এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ফকীহগণের মতবিরোধের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রণিধানযোগ্য মতের সপক্ষে প্রমাণাদি ও যুক্তি পরিবেশন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে যেসব বিষয় ফুটে ওঠেছে তা হলো, ঋণদাতা বা বন্ধকগ্রহীতার অনুমতিক্রমে বন্ধকদাতার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ জায়েয বলে অধিকাংশ ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ছাড়াও বন্ধকদাতার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ জায়েয। বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ করতে পারবে কি-না? এ ব্যাপারেও মতবিরোধ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহর মতে, বন্ধকদাতা অনুমতি দিলেও বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ জায়েয হবে না। কারণ, ঋণ যখন উপকার বয়ে আনে তখন সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেউ বলেছেন, বন্ধকদাতার অনুমতিক্রমে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ করতে পারবে। বন্ধকী বস্তুর জন্য যদি বন্ধকগ্রহীতাকে খরচ করতে হয় তবে তার সেই পরিমাণই উপকার গ্রহণ জায়েয হবে সে যতটুকু খরচ করবে। প্রবন্ধ থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে প্রচলিত বন্ধক-পদ্ধতি মূলত রিবা নাসিয়াহমূলক, যা জায়েয নয়।

মূলশব্দ : বন্ধক, বন্ধকী বস্তু, বন্ধকদাতা, বন্ধকগ্রহীতা, রিবা নাসিয়াহ

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। সততা ও সত্যবাদিতার সঙ্গে যারা ব্যবসা করে তাদের অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা লেনদেনের প্রতিটি বিষয়কে লিখে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে ব্যবসা ও ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষের নিজেদের হক উসূল ও অধিকার আদায়ের নিশ্চয়তা থাকে। তিনি বিশেষভাবে ঋণদানের বিষয়টি উল্লেখ করে তা লিখে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে ঋণের বিষয়গুলো লিখে রাখা সম্ভব নয় সেখানে ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখার কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কেরামও ঋণ গ্রহণ করে তার বিপরীতে বন্ধক রেখেছেন। বন্ধক মূলত ঋণদাতার হক ও অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে। বন্ধক রাখা সফরের অবস্থায় যেমন বৈধ, তেমনি লোকালয়ে অবস্থানকালেও তা বৈধ। কারণ এতে জনকল্যাণ সাধিত হয়। বর্তমান সময়ে ঋণভিত্তিক লেনদেনে বন্ধক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বন্ধক বিষয়ে বিশেষ করে বন্ধকী বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে

জানা জরুরি। সবার ধারণা, বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ করতে পারবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ বন্ধকী বস্তু থেকে বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক উপকার লাভ নাজায়েয বলেছেন। কারণ, এতে সুদের আশঙ্কা রয়েছে। বন্ধকদাতা বা বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভের ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহের মতে, যেসব লেনদেনে রিবা বা সুদের আশঙ্কা রয়েছে, অথবা সুদি কারবারের অন্তর্ভুক্ত তা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। আমাদের দেশে বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভের শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ঋণদাতা এই শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে যে, সে যে-ভূমি বা বাড়ি বা বস্তু বন্ধক রাখবে তা থেকে উপকার গ্রহণ করবে, মুনাফা অর্জন করবে। এটা সরাসরি রিবার অন্তর্ভুক্ত। একে রিবা নাসিয়াহ বলা হয়। উপকার বা মুনাফা বয়ে আনার জন্যই এমন ঋণ প্রদান করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ স. এসব মুনাফাকে রিবার অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

রাহ্ন-এর আভিধানিক অর্থ

রাহ্ন (رَهْن)-এর অর্থ আটক রাখা, অবস্থান করা, স্থায়ী হওয়া। যেমন বলা হয় : ماء راهن (আবদ্ধ পানি) এবং نعمة راهنة (চিরকালীন নিয়ামত)। এটি رهن يرهن رهنا -এর ক্রিয়ামূল। অন্যান্য অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন : راهنه على الخيل (ঘোড়দৌড়ের জন্য তার সঙ্গে বাজি ধরল); أرهنه الشيءَ (তার কাছে বস্তুটি বন্ধক রাখল); أرهن الميتَ القبرَ (মৃতকে কবরে রাখল); ارتهن الشيء منه (বস্তুটি তার থেকে বন্ধক নিল) (Al-Balyāwī 2003, 237)।

নিম্নলিখিত আয়াত ও হাদিসে رَهْن শব্দটি الْحَبْس বা আটক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (Al-Mausū'ah 1427H, 23/175)। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿كُل امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী (Al-Qurān, 52:21)।

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

نفس المؤمن مرهونة - أي محبوسة - بدينه حتى يقضى عنه دينه

মুমিনের আত্মা তার ঋণের সঙ্গে আবদ্ধ, যতক্ষণ না তার গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা হয় (Al-Tirmidī 1417H, 3/380)। অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধের আগ পর্যন্ত সে এর দায় থেকে মুক্তি পাবে না।

রাহ্ন-এর পারিভাষিক অর্থ

রাহ্ন-এর সংজ্ঞায় ফকীহগণের যেসব বক্তব্য রয়েছে তা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। তাঁদের বক্তব্য শাব্দিকভাবে ভিন্ন হলেও প্রদত্ত সংজ্ঞায় অর্থগত ঐক্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। আমরা এখানে চার মাযহাবের প্রত্যেকটির প্রদত্ত সংজ্ঞা উল্লেখ করব।

হানাফী ফকীহগণের প্রদত্ত সংজ্ঞা

বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী রহ. রাহ্নের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে,

جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون

হকের পরিবর্তে কোনো বস্তুকে এমনভাবে আটকে রাখা, যাতে এ বন্ধকী বস্তুর দ্বারা তার হক উসূল করা সম্ভব হয়। যেমন : ঋণ (Al-Marghīnānī ND., 4/412)।

ইবনে আবিদীন রহ. বলেছেন,

حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين حقيقة أو حكما.

কোনো হকের বিনিময়ে আর্থিক মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু আটক রাখা, যাতে এর দ্বারা ওই হক উসূল করা যায়। যেমন : ঋণ, চাই তা বাস্তবিক হোক বা বিধানগত (Ibn ʿĀbidīn 2003, 10/68)।

ইবনে আবিদীন রহ. আরও বলেছেন,

الرهن حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين والأعيان المضمونة بالمثل والقيمة، حتى لو هلك الرهن صار المرتهن مستوفيا حقه لو مساويا للرهن.

রাহ্ন হলো কোনো হকের বিনিময়ে আর্থিক মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু আটক রাখা, যাতে এর দ্বারা ওই হক উসূল করা যায়। যেমন : ঋণ অথবা এমন বস্তু যার ক্ষতিপূরণ অনুরূপ বস্তু বা মূল্যের দ্বারা দেওয়া যায়। এমনকি বন্ধকী বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে বন্ধকগ্রহীতা তার হক উসূলকারী হয়ে যাবে, যদি তা বন্ধকী বস্তুর সমান হয় (Ibn ʿĀbidīn 2003, 6/539)।

হানাফী ফকীহগণের মতে, মাল বা সম্পদ হলো যার নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ সম্ভব এবং জরুরি অবস্থা ছাড়া সাধারণভাবে যার থেকে উপকার লাভ করা যায় (Al-Zuhaylī 2001, 4/41)।

হানাফীদের মতে, সম্পদ বা মাল হতে হলে তা নির্দিষ্ট বস্তু হতে হবে। তাই কোনকিছুর 'উপকারিতা' বা 'হক' তাদের কাছে সম্পদ নয়। ভাড়া বা এ-রকম চুক্তি বাদে 'উপকারিতা'র বাজারমূল্য থাকে না। মৃত জীবজন্তুও তাদের কাছে সম্পদ নয়; কেননা জরুরি অবস্থা ছাড়া এগুলোর ব্যবহার বৈধ নয়।

মালিকী ফকীহগণের প্রদত্ত সংজ্ঞা

মুহাম্মদ ইল্লিশ বলেছেন,

بذل من له البيع ما يباع، أو غررا، ولو اشترط في العقد وثيقة بحقه كولي، ومكاتب ومأذون.

বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে এমন ব্যক্তির ঋণের নিশ্চয়তা হিসেবে বিক্রয়যোগ্য বস্তু হস্তান্তর করা অথবা ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু প্রদান, এমনকি তা (বন্ধকচুক্তিতে) শর্ত করা হলেও। (বিক্রয়ের অধিকার রয়েছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে) যেমন : অভিভাবক, মনিবের পক্ষ থেকে ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত দাস, অনুমোদিত ব্যক্তি ('Illish 2003, 5/187)।

এখানে بذل শব্দটি প্রদান করা ও অর্পণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বন্ধকী বস্তু হস্তগত না করলে অথবা হস্তগত করার অনুমতি না দিলে বন্ধকচুক্তি সম্পন্ন হবে না।

মালিকী ফহীকগণের মতে, যেসব বস্তুতে ঝুঁকি ও বিপদ রয়েছে সেগুলোকেও বন্ধক রাখা জায়েয। সেগুলোর বিক্রি জায়েয না হলেও বন্ধক রাখা জায়েয আছে। যেমন : ছিনতাইকৃত মাল, দখলিকৃত সম্পত্তি ইত্যাদি। কারণ, বন্ধকগ্রহীতা কোনো ধরনের

নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি বা বন্ধক রাখা ছাড়াও ঋণ দিতে পারে। সুতরাং এসব বস্তুও সে বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। কারণ, এগুলোতে ঝুঁকি বা বিপদ থাকলেও মূল্যমানসম্পন্ন ও বাজারে বিক্রয়যোগ্য (Al-Azharī ND, 2/80)।

শাফিয়ী ফকীহগণের প্রদত্ত সংজ্ঞা

ইমাম নববী রহ. বলেছেন,

> جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء.
>
> আর্থিক মূল্যমানসম্পন্ন বস্তুকে ঋণের গ্যারান্টিরূপে নির্ধারণ করা; যাতে ঋণ পরিশোধে অপারগতার সময় ওই বস্তু থেকে ঋণ উসূল করা যায় (Al-Nawawī ND, 13/337)।

'আইন' শব্দটি এখানে নির্দিষ্ট বস্তু বুঝিয়েছে; সুতরাং তাঁদের মতে ঋণ বন্ধক রাখা যাবে না। যেমন : 'রাশেদ উমরকে বলল, আমি ইউসুফের কাছে এক হাজার টাকা পাই। তুমি আমাকে এক হাজার টাকা কর্জ দাও। আমি তোমার ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তুমি ইউসুফ থেকে আমার পাওনা টাকা নিয়ে নেবে।' এই পদ্ধতিতে ঋণকে বন্ধকী বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। 'মুতামাওয়িল' শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যার বাজারমূল্য বা অর্থমূল্য আছে, যার দ্বারা আয় করা যায় বা ক্ষতি প্রতিহত করা যায়। 'ঋণ উসূল করা যায়' কথাটির দ্বারা বোঝা যায় যে, ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু বা ছিনতাইকৃত বস্তু বন্ধক জায়েয হবে না, যেহেতু এগুলোর দ্বারা হক বা ঋণ উসূল করা যায় না।

হাম্বলী ফকীহগণের প্রদত্ত সংজ্ঞা

ইবনে কুদামা বলেছেন,

> الرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
>
> পারিভাষিক অর্থে রাহ্‌ন হলো ওই সম্পদ, যা ঋণের গ্যারান্টিরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে ওই সম্পদের মূল্য থেকে ঋণ উসূল করা যায় (Ibn Qudāmah 1968, 4/245)।

হাম্বলী ফকীহগণ রাহ্‌ন বলে বন্ধকী বস্তু বুঝিয়েছেন। ঋণ উসূল না করা পর্যন্ত এই সম্পদে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা যাবে না। একইভাবে অবৈধ সম্পদ বন্ধক রাখা জায়েয হবে না।

হানাফী ফকীহগণের প্রদত্ত সংজ্ঞাই প্রণিধানযোগ্য

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, হানাফী ফকীহগণের প্রদত্ত সংজ্ঞাই ব্যাপকার্থক ও সামগ্রিক। তাঁরা মনে করেন যে, বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতার হাতে আটক থাকবে এবং তা বিধানগতভাবে হলেও, যাতে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে বা অস্বীকৃতি জানালে বন্ধকী বস্তু বা তার মূল্য থেকে ওই ঋণ উসূল করা যায়। বন্ধকী বস্তু যদি বন্ধকদাতার হাতেই থাকে তাহলে বন্ধকের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। কারণ, তখন ঋণদাতার পক্ষে ঋণ উসূল করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বন্ধক বা রাহ্‌ন দুই প্রকার

১. রাহ্‌নে হিয়াযী (الرهن الحيازي)

২. রাহ্‌ন রাসমি বা রাহ্‌ন তা'মিনী (الرهن التأميني/الرهن الرسمي)

রাহ্‌নে হিয়াযী : গ্রহীতা ঋণদাতাকে বন্ধকী বস্তু হস্তান্তর করবে, ঋণের মেয়াদ শেষ হলে ঋণ পরিশোধ করে ওই বস্তু নিয়ে আসবে। ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে বা গড়িমসি করলে বন্ধকগ্রহীতা ওই বস্তু বিক্রি করে তার হক বা ঋণ উসূল করে নেবে। এই বন্ধকচুক্তির ক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তু হস্তান্তর করা মূল বিষয়। তা ঋণদাতার কাছে অথবা চুক্তিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হবে।

রাহ্‌ন রাসমি বা রাহ্‌ন তা'মিনী : এই ধরনের বন্ধকচুক্তির ক্ষেত্রে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত হবে যে, বন্ধকী বস্তু ঋণগ্রহীতার কব্জায় বা আয়ত্তে থাকবে; কিন্তু ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। ঋণের মেয়াদ শেষ হলে এবং ঋণদাতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে ঋণদাতা ওই সম্পত্তি থেকে হক বা ঋণ উসূল করতে পারবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাংক এভাবে ঋণ দিয়ে থাকে; ঋণের বিনিময়ে ঋণগ্রহীতার বাড়ি বা ভূমি ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে ব্যাংক ওই বাড়ি বা ভূমি থেকে তার ঋণ উসূল করে নেয়।

রাহ্‌নে হিয়াযী ও রাহ্‌ন রাসমির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

১. রাহ্‌নে হিয়াযীর ক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তি স্থাবর ও অস্থাবর উভয়টি হতে পারে। কিন্তু রাহ্‌নে রাসমীর ক্ষেত্রে শুধু স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে, অস্থাবর হলে চলবে না।

২. রাহ্‌নে হিয়াযীর ক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তি ঋণদাতার আয়ত্তে থাকে কিন্তু রাহ্‌নে রাসমীর ক্ষেত্রে তা ঋণগ্রহীতার আয়ত্তে থাকে।

বন্ধক শরীআহসম্মত হওয়ার দলীলসমূহ

বন্ধক একটি শরীআহসম্মত বৈধ চুক্তি। এতে মানুষের অধিকার সুরক্ষিত থাকে এবং লেনদেনে পারস্পরিক কল্যাণের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। বন্ধকের বৈধতার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে এর সপক্ষে ইজমা ও কিয়াস।

আল-কুর'আনুল কারীম থেকে দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾
>
> যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তাহলে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে (Al-Qurān, 2:283)।

এই আয়াতের আগের আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঋণ নিলে বা লেনদেন করলে তা লিখে রাখতে বলেছেন; সাক্ষী ও প্রমাণ রাখতে বলেছেন। এটাই উত্তম। কারণ এতে অর্থ-সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয় এবং মানবকল্যাণ সাধিত হয়। তিনি বলেছেন

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রেখো (Al-Qurān, 2:282)।

এই আয়াতের পরপরই বলেছেন, যদি কোনো কারণে লিখে রাখা সম্ভব না হয়, সেটা হতে পারে সফর বা অন্য কিছু, তাহলে ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখো। সফরকে 'লিখে রাখার প্রতিবন্ধক' হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ এই যে, সে-সময়ে মানুষ বেশি সফর করতো এবং যুদ্ধ-জিহাদও লেগে থাকতো। 'লিখে রাখার প্রতিবন্ধক' হিসেবে অন্যান্য সমস্যা ও আপত্তিও সফরের পর্যায়ে পড়বে; যখন সেসব সমস্যার কারণে চুক্তিপত্র লেখাটা কঠিন বা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ঋণগ্রহীতার মনোভাব আচার-আচরণও এমন একটি ব্যাপার, যা বন্ধককে আবশ্যক করে। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন,

﴿قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح﴾

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের বক্তব্য এই যে, সফরে বন্ধক রাখার বৈধতা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর সাধারণ অবস্থায় বন্ধক রাখা রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত। এটাই বিশুদ্ধ মত (Al-Qurṭubī 1964, 2/407)।

সুন্নাহ থেকে দলিল

রাসূলুল্লাহ স. এক ইহুদি থেকে নির্ধারিত মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য কিনেছিলেন এবং একটি লোহার বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে, আয়েশা রা. বলেছেন,

توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.

রাসূলুল্লাহ স. যখন মৃত্যুবরণ করেন তখনও তাঁর বর্মটি এক ইহুদির কাছে বন্ধক ছিলো, এর বিনিময়ে তিনি তার (পরিবারের জন্য) ত্রিশ ছা' যব এনেছিলেন (Al-Bukhārī 1987, 2759)।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.

রাসূলুল্লাহ স. এক ইহুদি থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য ক্রয় করেন এবং বিনিময়ে একটি লৌহবর্ম বন্ধক রাখেন (Al-Bukhārī 1987, 1962)।

রাসূলুল্লাহ স. মদীনায় থাকা অবস্থায় ইহুদির কাছে বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। তাঁর এই কাজের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বাসা-বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও বন্ধক রাখা জায়েয, আর সফরে তো অবশ্যই জায়েয (Ibn Ḥajar al-Asqalānī 1407H, 5/666)।

উলামায়ে কিরামের ইজমা

সফরে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখার বৈধতার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত। স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধক রাখা জায়েজ বলে মত দিয়েছেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ের কেরাম (Ibn Qudāmah 1968, 4/246; Al-Kāsānī 1964, 6/145; Mulla Khosrū N.D., 2/308)।

বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী বলেছেন,

وقد انعقد على ذلك الإجماع، ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء.

এমনিভাবে বন্ধক রাখা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। সর্বোপরি রাহ্ন হলো নিজের পাওনা উসূল করার বিষয়টিকে পাকা-পোক্ত করার একটি 'আক্দ' বা চুক্তি (Al-Marghīnānī ND., 4/412)।

বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল

বন্ধককে জামানতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বন্ধক বস্তুত জামানতের মতোই; যেহেতু উভয়টিই ঋণের গ্যারান্টি ও নিশ্চয়তার জন্য। সুতরাং সফরে না থাকলেও জামানত রাখা যেমন জায়েয, তেমনি বন্ধক রাখাও জায়েয। তাছাড়া বন্ধকের বৈধতার কিছু কার্যকারণ বা হেকমত রয়েছে। যেমন :

১. সর্বাবস্থায় মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখা : বর্তমানে আমরা প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে বসবাস করি; এখন সবকিছুই সহজলভ্য। কিন্তু একসময় মানুষের কাছে আর্থিক লেনদেনের উপায়-উপকরণসমূহ সহজলভ্য ছিলো না; তাদের প্রয়োজনও বিভিন্ন রকমের। তাই বন্ধক রাখাই ছিলো আর্থিক সুরক্ষার প্রধানতম পথ।

২. মানুষের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সহজীকরণ করা : কেউ কারো কাছে ঋণ চাইলে সেটা দেওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় না যতক্ষণ না ঋণটা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলেই ঋণ দেওয়াটা সহজ। সেটা সম্ভব হয় বন্ধক রাখার দ্বারা। ঋণগ্রহীতা নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে, দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে, ঋণ ফেরত দিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করতে পারে - আরো নানা আশঙ্কা রয়েছে। এসব কারণে বন্ধক রাখার কোনো বিকল্প নেই। অন্যথায় কেউ সহজে ঋণ দিতে চাইবে না এবং ঋণপ্রার্থীর প্রয়োজনও পূরণ হবে না।

৩. ঋণপ্রাপ্তি সহজীকরণ : অনেক সময় মানুষের নগদ অর্থ বা ঋণের প্রয়োজন পড়ে; কিন্তু তাদের কাছে বিক্রি করার মতো কোনো জিনিস থাকে না। তবে কোনো জিনিস বন্ধক দিয়ে সে ঋণ নিতে পারে। ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার পর ওই বন্ধকী বস্তুটি ফিরিয়ে আনতে পারে। এভাবে মানুষের নানা ধরনের সঙ্কটের সমাধান হয়।

৪. ঋণদাতার হক উসূলের পন্থা : বন্ধক রাখা হলে ঋণদাতার হক খোয়া যায় না। বহু মানুষ ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে চায় না। টালবাহানা করে, কালক্ষেপণ করে বা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে ঋণদাতা বন্ধকী বস্তু বিক্রি করে তার হক উসূল করতে পারে।

৫. বন্ধক একটি সামাজিক প্রয়োজন এবং লেনেদেনের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত। ঋণের গ্যারান্টি ও আদায় করার নিশ্চয়তা। মানবকল্যাণ সাধনে বন্ধকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

রাহ্ন-সম্পর্কিত বিধান

বন্ধক রাখা ও গ্রহণ জায়েজ; ওয়াজিব নয়। বন্ধক মূলত ঋণের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা, তাই এটা আবশ্যিক বা ওয়াজিব হয় না। যেমন জামানত বা কাফালত ওয়াজিব হয় না। বন্ধক রাখার ব্যাপারে কুরআনে যে-নির্দেশনা এসেছে তা উপদেশ ও পরামর্শমূলক; তা পালন করা আবশ্যক নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾

তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে (Al-Qurān, 2:283)।

এ ব্যাপারে ইবনে কুদামা বলেছেন,

والرهن غير واجب. لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان والكتابة.

বন্ধক রাখা ওয়াজিব নয়। এই ক্ষেত্রে কোনো ভিন্নমতের কথা জানা নেই। কারণ তা ঋণের গ্যারান্টি; সুতরাং তা ওয়াজিব হবে না। যেমন : জামানত রাখা এবং লিখে রাখা (Ibn Qudāmah 1968, 4/246)।

সুতরাং বন্ধক রাখা একটি বৈধ বিষয়; ওয়াজিব নয়। ঋণদাতা চাইলে ঋণগ্রহীতা থেকে বন্ধক রাখতে পারে, চাইলে নাও রাখতে পারে। তাছাড়া এটি লেনদেনের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করতে অপারগ হওয়ার পরের বিধান। লিপিবদ্ধ করা যেহেতু ওয়াজিব নয়, তাই তার স্থলবর্তী বিষয়ও ওয়াজিব হবে না।

লোকালয়ে থাকাকালে বন্ধকের বৈধতা

সফরে বন্ধক রাখা যেমন জায়েয, তেমনি লোকালয়ে অবস্থানকালেও তা জায়েয। সফরে বন্ধক রাখার বৈধতার বিষয়ে সকল আলিম একমত; এতে কেউই দ্বিমত পোষণ করেননি। কারণ পবিত্র কুরআনের আয়াতই এ-ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল। অন্যদিকে সফর ছাড়া লোকালয়ে উপস্থিত থাকা অবস্থায়ও বন্ধক রাখা জায়েজ বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন। জাহেরী মতাবলম্বী (Ibn Ḥazm N.D., 6/365) ও বিখ্যাত তাবিয়ী ইমাম মুজাহিদ ইবনে জাব্‌র (Ibn Jarīr al-Ṭabarī 1997, 3/92) ব্যতীত আর কেউ এ-ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেননি। তাঁরা وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ "যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তাহলে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে।" - আয়াতটির প্রকাশ্য অর্থ দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা, আয়াতটির প্রকাশ্য অর্থ থেকে কেবল সফরের অবস্থায়ই বন্ধক রাখা জায়েয বলে প্রতীয়মান হয়।

এই ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য এবং তা দুটি কারণে :

১. নবী করীম সা. এর কর্ম; তিনি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন যে তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদির কাছে বন্ধকরূপে ছিলো।

২. সফর ছাড়া বাড়িতে উপস্থিতির সময়েও বন্ধক রাখার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যেমন : লেখক পাওয়া গেল না অথবা ঋণগ্রহীতা ঋণ ফেরত দেবে না বলে আশঙ্কা রয়েছে।

৩. আয়াতে বিশেষভাবে সফরের সময়টাকে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখনকার দিনে মানুষ বেশি বেশি সফর করত, ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য বিভিন্ন দেশে যেত। এর অর্থ এই নয় যে, সফর ছাড়া অন্য সময়ে বন্ধক রাখা যাবে না। ইবনে কুদামা বলেছেন,

فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.

মুসলমানগণ সর্বাবস্থায় বন্ধক রাখার বৈধতার ব্যাপারে একমত হয়েছেন (Ibn Qudāmah 1968, 4/245)।

বন্ধক-চুক্তির রুকন বা মৌলিক বিষয়

ক. যার দ্বারা বন্ধকচুক্তি সংঘটিত হয়

প্রস্তাব দান ও প্রস্তাব গ্রহণের (ইজাব ও কবুলের) দ্বারা বন্ধকচুক্তি সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। তবে কোনো কথা বলা ছাড়া হাতবদল করলে বন্ধকচুক্তি হবে কি-না সে ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। শাফিয়ী ফকীহগণের নির্ভরযোগ্য মত এই যে, বিক্রির মতো বন্ধকচুক্তিও ইজাব ও কবুলের বক্তব্য ছাড়া সংঘটিত হবে না। তাঁদের যুক্তি হলো, এটি একটি আর্থিক চুক্তি; সুতরাং মৌখিকভাবে ইজাব ও কবুল আবশ্যক। তাছাড়া সম্মতি একটি অন্তর্নিহিত বিষয়, কথা না বললে তা বোঝা যায় না। তাই বক্তব্য সম্মতির দলিল বলে পরিগণিত হবে। কাজেই হাতবদল বা এ রকম কোনো পদ্ধতির দ্বারা বন্ধকচুক্তি হবে না (Al-Mausū'ah 1427H, 23/177)।

মালিকী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেছেন, সম্মতির প্রমাণ বহন করে এমন প্রতিটি উপায়েই বন্ধকচুক্তি সংঘটিত হবে। কাজেই হাতবদল বা স্পষ্ট ইঙ্গিত অথবা লেখার দ্বারা তা সঠিক হবে। কারণ, অন্যান্য চুক্তির মতো এই ক্ষেত্রেও দলিলের ব্যাপকতা রয়েছে। তাছাড়া নবী করীম স. ও সাহাবায়ে কেরামের কারো থেকে তাঁদের এ-জাতীয় লেনদেনে ইজাব ও কবুলের ব্যাপারটি বর্ণিত হয়নি। তাঁরা তা করলে অবশ্যই তা আমাদের কাছে পৌঁছাত। মুসলমানরাও হাতবদলের দ্বারা সমসময় এ ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেছেন। (Ibid.)।

খ. চুক্তি সম্পাদনকারী

বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা উভয়েরই সম্পদে স্বাভাবিক হস্তক্ষেপের সক্ষমতা থাকতে হবে। যেমন : বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেচক হওয়া। লেনদেনের ক্ষেত্রে আদালতের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হতে পারবে না। সুতরাং শিশু, পাগল, লেনদেনে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বন্ধক দেওয়া ও রাখা বৈধ হবে না। তাছাড়া এটি একটি আর্থিক চুক্তি, তাই তাদের দ্বারা এটি সম্পাদিত হবে না।

বন্ধক এক প্রকারের অর্পণ, যেহেতু এতে বিনিময় ছাড়াই অন্যের সম্পত্তি আটকে রাখা হয়, সুতরাং দান করতে সক্ষম ব্যক্তিরাই তা পারবে। কাজেই বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেচক ব্যক্তিরই বন্ধক রাখা বৈধ হবে। কেউ কারো অভিভাবক হয়ে থাকলে সে তার প্রকাশ্য সম্মতিতে তাতে হস্তক্ষেপ করবে (Ibid. 23/177-178)।

হানাফী ফকীহগণ বলেছেন, অনুমতিপ্রাপ্ত শিশু বন্ধকচুক্তি করতে পারবে। কেননা, বন্ধকচুক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের আনুষঙ্গিক একটি বিষয়। সুতরাং যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযুক্ত সে বন্ধকচুক্তিরও উপযুক্ত (Ibid.)।

মালিকী ফকীহগণ বলেছেন, বুদ্ধিমান বালক ও নির্বোধ বালক উভয়েরই বন্ধকচুক্তি বৈধ হবে। তবে তা তাদের অভিভাবকদের সম্মতি সাপেক্ষে কার্যকর হবে (Ibid.)।

গ. 'আল-মারহুনু বিহি' বা যার বিপরীতে বন্ধক রাখা হয়

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জিম্মায় আবশ্যক বা আবশ্যক হতে যাচ্ছে- এমন প্রত্যেক হকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা জায়েয। তবে কতিপয় অনুবিধানের ক্ষেত্রে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন। শাফিয়ী ফকীহগণের মতে, যার বিপরীতে বন্ধক গ্রহণ জায়েয হবে তার ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত রয়েছে (Al-Mausū'ah 1427H, 23/178) :

১. তা ঋণ হতে হবে। এ কারণে নির্দিষ্ট বস্তুর বদলায় বন্ধক গ্রহণ জায়েয নয়; চাই ওই বস্তু জামানতযোগ্য হোক বা আমানত হিসেবে থাকুক এবং চাই ওই বস্তুর জামানত চুক্তির কারণে হোক অথবা হস্তগত করার কারণে হোক। যেমন : ধার-করা বস্তু, দর কষাকষি করে গৃহীত বস্তু, ছিনতাইকৃত বস্তু ইত্যাদি। কেননা, আল্লাহ তাআলা ঋণের লেনদেনের ক্ষেত্রে বন্ধকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই ঋণ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে বন্ধকের বিষয়টি সাব্যস্ত হবে না। তাছাড়া বন্ধকী বস্তুর মূল্য থেকে নির্দিষ্ট বস্তু উসূল করা যায় না।

২. ঋণটি বিদ্যমান বা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে-ঋণ প্রতিষ্ঠিত বা বিদ্যমান নয় তার বিপরীতে বন্ধক গ্রহণ করা যাবে না। যদিও ওই ঋণ আবশ্যক হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকে। আগামীকাল সে যে-ঋণ দেবে বা তার স্ত্রীকে যে-খরচ দেবে তার বিপরীতে সে বন্ধক গ্রহণ করতে পারবে না। কারণ, বন্ধক হলো একটি হকের গ্যারান্টি; সুতরাং ওই হক প্রতিষ্ঠিত না হলে গ্যারান্টিও থাকবে না। হাম্বলী ফকীহগণের মতও এটি।

৩. ঋণটি আবশ্যক বা আবশ্যক হতে যাচ্ছে এমন হতে হবে। কাজেই কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার পূর্বে ওই কর্মের মজুরিকে ঋণ সাব্যস্ত করে বন্ধক গ্রহণ জায়েয হবে না। কারণ যেখানে ঋণগ্রহীতার ঋণের গ্যারান্টি শেষ করে দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে সেখানে গ্যারান্টির কোনো মূল্য নেই।

মালিকী ফকীহগণের মতে, যাবতীয় বিক্রীত বস্তুর মূল্যের বিপরীতে বন্ধক গ্রহণ জায়েয। তবে বাইয়ে সর্‌ফ[১] ও বাইয়ে সালামে[২]র পুঁজির বিপরীতে বন্ধক গ্রহণ জায়েয নয়।

১. বাইয়ে সর্‌ফ : বাইয়ে সর্‌ফ হলো একই শ্রেণির বা ভিন্ন শ্রেণির মূল্যের বিনিময়ে মূল্য বিক্রি করা। সুতরাং এর আওতাভুক্ত থাকবে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি, রুপার বিনিময়ে রুপা বিক্রি। স্বর্ণের বিনিময়ে রুপা এবং রুপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রিও এর আওতায় পড়ে।

২. বাইয়ে সালাম : 'সালাম' আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ প্রদান করা, অর্পণ করা। একে 'বাইয়ে সলফ'ও বলা হয়। এ ধরনের লেনদেনে ক্রেতা অগ্রিম মূল্য প্রদান করে বলে একে 'বাইয়ে সালাম' এবং মূল্য প্রদানের পরবর্তী কোনো সময়ে পণ্য সরবরাহ করা হয় বলে একে 'বাইয়ে সালাফ' বলা

কারণ, এই দুই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মজলিসে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই মূল্য হস্তগত করার শর্ত রয়েছে। বাইয়ে সালামের দেনা, কর্জ, ছিনতাইকৃত বস্তু, ধ্বংসকৃত বস্তুর মূল্য, সম্পদের ক্ষতিপূরণের টাকা, কিসাস আবশ্যক নয় এমন ইচ্ছাকৃত আঘাত, যেমন মাথায় আঘাত বা দেহের অন্য স্থানে বড় আঘাতের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয। কর্জ বা ক্রয়ঋণের পূর্বে বন্ধক রাখা এবং শ্রমিক নিযুক্তকারীর ওপর শ্রমিকের নিজের বা তার বাহনের কাজের বিনিময়ে যে-মজুরি আবশ্যক হবে তার জন্য বন্ধক রাখাও জায়েয। (Al-Mausū'ah 1427H, 23/178-179)।

হানাফী ফকীহগণের মতে, কর্জের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয। কর্জ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে বন্ধক গ্রহণ করা হলেও তা জায়েয। যেমন : রাশেদ জহিরের কাছ থেকে একটি বস্তু বন্ধক নিলো এই শর্তে যে, আগামী মাসে সে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ঋণ দেবে। এই ক্ষেত্রে রাশেদের হাতে বন্ধকী বস্তুটি বিনষ্ট হয়ে গেলে তা তার প্রতিশ্রুত ঋণের গ্যারান্টি-বস্তু হিসেবেই বিনষ্ট হলো। বাইয়ে সালামের পুঁজি, বাইয়ে সর্‌ফের মূল্য, বাইয়ে সালামের পণ্যের বিপরীতেও বন্ধক রাখা জায়েয আছে। বন্ধকী বস্তু মজলিসেই বিনষ্ট হয়ে গেলে বাইয়ে সর্‌ফ ও বাইয়ে সলম সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং বন্ধকগ্রহীতা তার হক উসূল করে নিয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি বন্ধকী বস্তু হস্তগত করা বা বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে তারা মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে বাইয়ে সার্‌ফ ও বাইয়ে সালাম উভয়টি বাতিল হয়ে যাবে (Al-Mausū'ah 1427H, 23/179)।

জামানতযোগ্য বস্তু, যেমন ছিনতাইকৃত বস্তু, খোল্‌আ তালাকের বিনিময়, দেনমোহর, ইচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণ ইত্যাদির বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ জায়েয। কারণ এখানে জামানত স্থিরীকৃত। তাই তা মজুদ থাকলে তা দিতে হবে, আর ধ্বংস হয়ে গেলে তার মূল্য দেওয়া আবশ্যক হবে। সুতরাং যা-কিছু জামানতযোগ্য তার বিপরীতে বন্ধক রাখা যাবে (Ibid.)।

হাম্বলী ফকীহগণের মতে, প্রত্যেক আবশ্যক বা আবশ্যক হতে যাচ্ছে এমন ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয। যেমন : কর্জ, ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিসের মূল্য, খিয়ার চলাকালে বিক্রয়মূল্য, জামানতযোগ্য বস্তু, দরকষাকষির ভিত্তিতে হস্তগত বস্তু, বাতিলযোগ্য চুক্তিতে হস্তগত বস্তু ইত্যাদি। কারণ, বন্ধক রাখার উদ্দেশ্য হলো হক বা অধিকারের নিশ্চয়তা এবং এসব ক্ষেত্রে তা পাওয়া গেছে। এগুলোর বিপরীতে বন্ধক রাখা হলে বন্ধকদাতা তা আদায় করতে উদ্বুদ্ধ হবে। আর আদায় করতে অপারগ হলে বন্ধকী বস্তুর মূল্য থেকে তা উসূল করা যাবে (Al-Mausū'ah 1427H, 23/179)।

ঘ. মারহুন বা বন্ধকী বস্তু

এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই যে, মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু বন্ধক রাখা যাবে। যাতে বন্ধকদাতার পক্ষে ঋণ পরিশোধ অসম্ভব হলে এই বস্তু থেকে বা তার মূল্য থেকে ঋণ উসূল করা যায়। ফকীহগণ বিক্রয়যোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে যেসব শর্ত

হয়। বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ বা হস্তান্তর করে একটি নির্ধারিত মেয়াদ গত হওয়ার পর। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ মেয়াদের সময়সীমা নির্ধারিত হয়।

আরোপ করেছেন বন্ধকী বস্তুর ক্ষেত্রেও সেসব শর্ত আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে এই ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, كُلُّ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ صَحَّ رَهْنُهُ

যা-কিছু বিক্রয়যোগ্য তা বন্ধকযোগ্য (Ibn ʿĀbidīn 2003, 6/490)।

শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. বন্ধকী বস্তু আর্থিক মূল্যমানসম্পন্ন ও সম্মানীয় হতে হবে। তাই যা-কিছু সম্মানীয় নয়, যেমন : মদ, শূকর, নাপাক বস্তু ইত্যাদি বন্ধক রাখা যাবে না। একইভাবে যেসব বস্তুর কোনো মূল্য নেই সেগুলোও বন্ধক রাখা যাবে না। যেমন : ভাঙা জিনিস বা নষ্ট যন্ত্র, যেগুলোর কোনো বাজারমূল্য নেই।

২. বন্ধকী বস্তু অর্পণযোগ্য হতে হবে। যা অর্পণযোগ্য নয় তা বন্ধক রাখা যাবে না। যেমন : পলাতক পশু, জলে নিমজ্জিত নৌকা বা জাহাজ।

৩. বন্ধকী বস্তুর আকার-আয়াতন বা পরিমাণ জ্ঞাত হতে হবে। বন্ধকী বস্তুর এসব বিষয় অজ্ঞাত হলে কলহ অবশ্যম্ভাবী।

হানাফী ফকীহগণ বন্ধকী বস্তুর ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো আরোপ করেছেন :

১. বন্ধকী বস্তুটি প্রাপকদের মধ্যে বণ্টিত হতে হবে; অবণ্টিত বা যৌথ মালিকানাধীন বস্তু বন্ধক রাখা যাবে না।

২. বন্ধকী বস্তু বন্ধকদাতার মালিকানা মুক্ত হতে হবে। তাই এমন বস্তু বন্ধক দেওয়া জায়েয হবে না, যেখানে বন্ধকদাতার হক বা মালিকানা রয়েছে। যেমন : তার এমন বাড়ি যেখানে তার মালামাল রয়েছে।

৩. বন্ধকী বস্তুটি পৃথক হতে হবে। সুতরাং যা সৃষ্টিগতভাবে অন্যকিছুর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তা বন্ধক দেওয়া যাবে না। যেমন : গাছ ছাড়া গাছের ফল বন্ধক রাখা। কারণ, বন্ধকী বস্তু অবন্ধকী বস্তুর সঙ্গে সৃষ্টিগতভাবেই যুক্ত, সুতরাং তা যৌথ সম্পত্তির মতো (Al-Marghīnānī ND, 4/417)।

বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ বলতে যা বোঝায়

বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ বলতে বোঝায়; বস্তুটি কাজে লাগিয়ে তার থেকে আর্থিক বা অন্যকোনো ফায়দা হাসিল করা। বন্ধকী বস্তু ভূমি রাখা হলে তাতে ফসল উৎপাদন করা বা ভাড়া দেওয়া, ঘর হলে তাতে বসবাস করা বা ভাড়া দেওয়া, জন্তু-জানোয়ার হলে দুধ আহরণ ও বোঝা টানা ইত্যাদি। অর্থাৎ বন্ধকী বস্তুর দ্বারা বৈধ পন্থায় বন্ধকদাতা বা বন্ধকগ্রহীতার উপকার সাধিত হয় (Ibn ʿĀbidīn 2003, 6/544)।

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু কোনো উপকারে আসে না সেগুলো বন্ধক রাখা জায়েয নয়। যেহেতু তা বিক্রি করা জায়েয নয়। বন্ধকী বস্তু বিক্রীত বস্তুর মতোই; উপকারহীন বা উপকারিতা থেকে মুক্ত নয়। উপকারিতাকে আলাদা করে ফেলার শর্তে কোনো বস্তু বিক্রি করা যায় না; অর্থাৎ, বস্তুটি তোমার, কিন্তু উপকারিতা আমার। কারণ এভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো ফায়দা নেই। একই উপকারিতাকে আলাদা করে ফেলার শর্তে কোনো বস্তু বন্ধকও রাখা যাবে না।

বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ

বন্ধকদাতা নিজেই বন্ধকী বস্তুর মালিক। তার গৃহীত ঋণের বিপরীতে গ্যারান্টি হিসেবে সে তা ঋণদাতার কাছে বন্ধক রেখেছে। এখন সে তার বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি নিয়ে অথবা অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে কি-না -এ উভয় ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ

এই ব্যাপারে ফকীহগণের দুটি বক্তব্য রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

প্রথম বক্তব্য : প্রথম বক্তব্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহর : ইমাম মালিক (Al-Azharī ND, 2/80; Al-Khurashī 1997, 5/245), ইমাম শাফিয়ী (Al-Shirbīnī 1994, 2/384), ইমাম ইবনে হায্ম (Ibn Ḥazm ND, 8/89) এবং কতিপয় হাম্বলী মাযহাবপন্থী আলেম (Ibn Qudāmah 1968, 6/315) বলেছেন, বন্ধকগ্রহীতা যদি বন্ধকদাতাকে বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করতে বা তার থেকে উপকারিতা লাভ করতে অনুমতি দেয় তাহলে তার জন্য তা জায়েয হবে।

তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে তাঁরা এই যুক্তি দিয়েছেন যে, বন্ধকী বস্তুর উপকারিতা বন্ধকদাতার জন্যই, তা বন্ধকের মধ্যে প্রবেশ করবে না। বন্ধকী বস্তুর উপকারিতায় বন্ধকগ্রহীতার কোনো হকও নেই। তাছাড়া উপকারিতা বন্ধকচুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু নয়। কেননা, বন্ধকদাতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়লে বন্ধকী বস্তু অংশবিশেষ বা পুরোটা বিক্রি করে দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হবে। সুতরাং বন্ধকগ্রহীতার কোনো ক্ষতি না করে বন্ধকী বস্তু থেকে তার উপকার গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই। আর এখানে উপকার গ্রহণকে না-জায়েয বলা হলে মালিককে তা মালিকানাধীন বস্তুর উপকার থেকে বঞ্চিত করা হলো (Ibn Qudāmah 1968, 6/315)।

বন্ধকী বস্তুকে বন্ধকগ্রহীতার দখল থেকে ফিরিয়ে না এনে তার দ্বারা উপকার লাভ সম্ভব হলে সে তাই করবে। তা বন্ধকগ্রহীতার হাত থেকে নিয়ে আসবে না। কোনো কোনো বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতার কাছ থেকে ফিরিয়ে না এনে তা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। যেমন : বাহনে আরোহণ, ঘরে বসবাস ইত্যাদি। এসব বস্তুর ক্ষেত্রে বন্ধকদাতাকে উপকার গ্রহণের সুযোগ দেওয়া বন্ধকগ্রহীতার জন্য আবশ্যক। যাতে বন্ধকী বস্তু বেকার পড়ে না থাকে এবং মালিক তার বস্তুর উপকারিতা থেকে বঞ্চিত না হয়। তবে শর্ত এই যে, তা অক্ষত থাকবে এবং কোনো কারণে তার মূল্যও হ্রাস পাবে না।

দ্বিতীয় বক্তব্য : বন্ধকদাতা বন্ধকী বস্তুর উপকারিতা গ্রহণ করতে পারবে না। হানাফী ফকীহগণ এই মত ব্যক্ত করেছেন (Al-Sarakhsī 1989, 21/106)। এটি ইমাম শাফিয়ীর একটি মত (Al-Shāfiʿī 1990, 3/148) এবং হাম্বলী ফকীহগণেরও একটি মত (Ibn Qudāmah 1968, 6/316)।

বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তুর উপকারিতা গ্রহণ জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা যে-দলীল পেশ করেছেন তা এই যে, বন্ধকচুক্তির দাবি হলো নির্দিষ্ট বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতা বা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির কাছেই সবসময়ের জন্য থাকবে। যদি এমন

কোনো ঘটনার সৃষ্টি হয় যার দ্বারা বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতার কাছে থাকে না, তাহলে বন্ধকচুক্তি বাতিল হয়ে যাবে (Ibn Qudāmah 1968, 6/316)।

বন্ধকী বস্তু মূলত বন্ধকগ্রহীতার জিম্মায় আটক থাকে, যেভাবে বিক্রীত বস্তু মূল্য পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত বিক্রেতার হাতে থাকে। মূল্য পরিশোধ করার পর ক্রেতা তা বিক্রেতার হাতে তুলে দেয়। বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকদাতাকে উপকারিতা লাভের অনুমতি দান প্রমাণ করে যে, সে বন্ধকী বস্তুর ওপর তার অধিকার / হক ছেড়ে দিয়েছে। কারণ তার অনুমতিদানের ফলে বন্ধকী বস্তুর ওপর বন্ধকদাতার কর্তৃত্ব চলে এসেছে (Al-Khurashī 1997, 5/245)।

প্রণিধানযোগ্য মত : যাঁরা বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকারিতা লাভ জায়েয বলে মত দিয়েছেন তাঁদের বক্তব্যই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ এতে তার কল্যাণ সাধিত হয়। তাছাড়া বন্ধক রাখার উদ্দেশ্য হলো ঋণের গ্যারান্টি; বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতা থেকে ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে বন্ধকী বস্তু বিক্রি করে দিয়ে তা নিয়ে নেবে। আর এটা উপকার গ্রহণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু নয়। বন্ধকী বস্তু বিক্রির জন্য আদেশগত আটকই যথেষ্ট, আক্ষরিক অর্থে আটক জরুরি নয়। সুতরাং বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধকদাতা বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করতে পারে।

বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ

বন্ধকী বস্তুটি বিবেচনায় আনলে আমরা দেখব যে, এটি বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার মধ্যে এটি চলমান বিষয়। বস্তুটির ওপর উভয়েরই কর্তৃত্ব রয়েছে। বন্ধকদাতাই বন্ধকী বস্তুর প্রকৃত মালিক। বস্তুর মালিকানার দ্বারা বস্তুর উপকারিতার মালিকানাও সাব্যস্ত হয়। অন্যদিকে বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতার হাতে আটক রয়েছে, যাতে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে সে তার হক উসূল করে নিতে পারে। সুতরাং বন্ধকী বস্তুর বিষয়টি উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতা যদি বন্ধকদাতাকে বন্ধকী বস্তুর উপকারিতা গ্রহণের অনুমতি না দেয়, তারপরও সে তা ব্যবহার করতে পারবে কি-না এ-ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

প্রথম মত : হানাফী ফকীহগণ (Al-Sarakhsī 1989, 21/107) এবং হাম্বলী ফকীহগণ (Ibn Qudāmah 1968, 6/316) বলেছেন যে, বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত বন্ধকী বস্তুর উপকার গ্রহণের অধিকার বন্ধকদাতার নেই। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল পেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾

যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তাহলে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে। (Al-Qurān, 2:283)।

অর্থাৎ, বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করতে হবে বন্ধকচুক্তির মেয়াদ যতদিন থাকবে ততদিন তা তার হাতেই থাকবে। বস্তুটি ব্যবহার করার জন্য বন্ধকদাতা যদি তা বন্ধকগ্রহীতা থেকে নিয়ে আসে এবং অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করে

তাহলে সেটা আর হস্তান্তরিত থাকলো না; বন্ধকদাতা তা নিজের কব্জাতেই নিয়ে এলো। সুতরাং তা জায়েয হবে না (Al-Sarakhsī 1989, 21/107)।

তাছাড়া বন্ধকচুক্তির আবশ্যক ব্যাপার হলো- হক উসূল করার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতার কাছেই থাকবে। কিন্তু তার অনুমতি ছাড়া বন্ধকী বস্তু নিয়ে এসে ব্যবহার করা বন্ধকচুক্তির আবশ্যকতাকে ক্ষুণ্ন করে না। কারণ, বন্ধকগ্রহীতা তার হক উসূল করতে পারবে কি-না সে-ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হয়। যেহেতু বস্তুটি তখন তার কব্জায় থাকে না। এতে বন্ধকচুক্তির মূল ব্যাপারটিই ব্যাহত হয়। ঋণ যদি তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য হয়, তখন যেমন বন্ধকদাতা বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করতে পারে না, তেমনি ঋণের মেয়াদ দীর্ঘ হলেও তা পারবে না।

বন্ধকচুক্তিকে বিক্রির সঙ্গেও তুলনা করা যায়। বিক্রয়মূল্য হাতে না পাওয়া পর্যন্ত বিক্রেতার জন্য বিক্রীত বস্তু হাতে রেখে দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং ক্রেতা ওই বস্তুর দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে পারে না। একইভাবে বন্ধকদাতাও বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ব্যতিরেকে বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করতে পারবে না।

দ্বিতীয় মত : মালিকী ফহীকগণ (Al-Dusūkī ND, 3/243), শাফিয়ী ফকীহগণ (Al-Shirbīnī 1994, 2/384) ও জাহিরী মতাবলম্বীদের (Ibn Ḥazm N.D., 6/365) বক্তব্য এই যে, বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ছাড়াই বন্ধকী বস্তুর উপকারিতা লাভ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, সে বন্ধকগ্রহীতার কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ

বন্ধকী বস্তুর ওপর বন্ধকদাতার মালিকানাই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; বন্ধক দেওয়ার কারণে তাতে বন্ধকগ্রহীতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঋণদাতার ঋণের গ্যারান্টি হিসেবেই বন্ধকী বস্তু তার কাছে রাখা হয়েছে, যাতে সে তার হক উসূল করতে পারে। সেটা তখনই যখন বন্ধকদাতা বা ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়ে পড়বে বা অস্বীকৃতি জানাবে। তখন বন্ধকী বস্তু বিক্রি করে দিয়ে তার ঋণ উসূল করে নেবে। বন্ধক দেওয়ার কারণে বন্ধকী বস্তুর ওপর থেকে বন্ধকদাতার মালিকানা যেমন রহিত হয় না, তেমনি ওই বস্তুর উপকারিতাও তার মালিকানায় থাকে; যেহেতু প্রত্যেক বস্তুর উপকারিতা তার অনুগামী। সুতরাং বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকদাতার অনুমতি ব্যতীত বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার হাসিল করতে পারবে না। এই অধিকার তার নেই। কারণ বন্ধকদাতাই বন্ধকী বস্তুর প্রকৃত মালিক। বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার অনুমতি ব্যতিরেকে বা অনুমতি নিয়ে বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করতে পারবে কি-না সে-ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

বন্ধকদাতার অনুমতি নিয়ে বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ

বন্ধকদাতার অনুমতি নিয়ে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ করতে পারবে কি-না এ ব্যাপারে ফকীহগণের তিনটি মত রয়েছে।

প্রথম মত : বন্ধকদাতা অনুমতি দিলে বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ জায়েয হবে। এটি শাফিয়ী ফকীহগণের মত (Al-Shīrāzī ND, 2/102) এবং হানাফী ফকীহগণেরও একটি মত (Al-Sarakhsī 1989, 21/106)।

তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে কয়েকটি দলিল পেশ করেছেন। তাঁদের প্রথম দলিল আবু রাফি‘ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত উট কর্জ নিয়ে তার বিনিময়ে বড় উট দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال « أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

রাসূলুল্লাহ স. এক লোক থেকে একটি সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত উট কর্জ নিলেন। তারপর তাঁর কাছে যাকাতের উট এলো। তিনি আবু রাফি‘কে ওখান থেকে একটি উট ওই লোককে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আবু রাফি‘ ফিরে এসে বললেন, ওখানে ভালো ষষ্ঠবর্ষীয় উট ছাড়া কোনো ছোট উট নেই। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তাকে ওখান থেকেই একটি দিয়ে দাও। যারা ভালোভাবে (ঋণ) পরিশোধ করে তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ (Muslim 2003, 4192)।

উপর্যুক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, কর্জগ্রহীতার জন্য সে যা গ্রহণ করেছে তার চেয়ে উত্তম কিছু ফিরিয়ে দেওয়াই মুস্তাহাব। এটা যদি কর্জের ক্ষেত্রে জায়েয হয় তবে সব ধরনের ঋণের ক্ষেত্রেও জায়েয হবে।

দ্বিতীয় দলিল : বন্ধকদাতা বন্ধকী বস্তুর মালিক, ফলে এর উপকারিতার মালিকও সে। সে যে কাউকে এই বস্তুর মালিক বানাতে পারে, বন্ধকগ্রহীতাকেও মালিক বানাতে পারে। তাই বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী বস্তুর ব্যবহার ও তার থেকে উপকার গ্রহণ জায়েয হবে (Al-Nawawī 1991, 4/99; Al-Shāfiʿī 1990, 3/147)।

তৃতীয় দলিল : বন্ধকদাতা যদি বন্ধকগ্রহীতাকে বন্ধকী বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দেয় তবে সেটা তার সন্তুষ্টচিত্তে প্রদানই বোঝায়। এটা এক প্রকারের দান ও হিবা। হিবা যেহেতু শরীআহসম্মত, তাই এটাও শরীআহসম্মত (Ibid.)।

উপরিউক্ত দলিলসমূহের জবাব

১. তাঁরা হাদিসটিকে যথাস্থানে প্রয়োগ করেননি এবং এমন বিষয়ে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, যার সঙ্গে হাদিসটির কোনো সম্পর্ক নেই। হাদিসে কর্জদাতা ব্যক্তি যখন তার কর্জ ফেরত নিতে এসে তখন তাকে কী দেওয়া হয়েছে সেটা বলা হয়েছে; কর্জের মেয়াদ চলাকালে কোনো উপকার বা বিনিময় গ্রহণের কথা বলা হয়নি। তাই হাদিসটি এখানে প্রয়োগযোগ্য নয়।

২. এটা স্বীকৃত যে, বন্ধকদাতাই বন্ধকী বস্তুর উপকারিতার প্রকৃত মালিক; কিন্তু সে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে বন্ধকগ্রহীতাকে তার মালিক বানাতে পারে না। কারণ এতে রিবা বা সুদের সম্ভাবনা রয়েছে। ঋণ যদি কোনো আয় বা প্রফিট বয়ে আনে তবে সেটা সুদ (Al-Khurashī 1997, 3/246)।

৩. বন্ধকদাতা সন্তুষ্টচিত্তে বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করতে দেওয়ার যে-দাবি তা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়ে সে বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করতে দেয়। বন্ধকগ্রহীতা থেকে সে ঋণ গ্রহণ করেছে বলে তার সঙ্গে তাকে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হয়। এটা কেবলই তার ঋণ গ্রহণের কারণে; অন্য কোনো কারণে নয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا يحل مال امرئ يعنى مسلما إلا بطيب من نفسه.

কোনো মুসলমানের মাল তার সন্তুষ্টি ব্যতীত ভোগ করা হালাল নয় (Al-Bayhaqī 1994, 11325)।

অথচ বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বন্ধকদাতার স্বাভাবিক সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না।

৪. তাঁরা যে বন্ধকী বস্তুর ব্যবহারকে হিবার সঙ্গে তুলনা করেছেন এটি মূলত অসামঞ্জস্যমূলক তুলনা। কারণ মানুষ হিবা করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, বাহ্যিক কার্যকারণ এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু বন্ধকী বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নয়; বরং সে ঋণ গ্রহণ করেছে বলেই বন্ধকগ্রহীতাকে বন্ধকী বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে। সে ঋণ না নিলে ওই বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দিত না। কাজেই সে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দেয় নি। সুতরাং বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকারিতা লাভ জায়েয হবে না (Al-Marghīnānī ND, 4/429)।

দ্বিতীয় মত : বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকারিতা গ্রহণ কোনোক্রমেই জায়েয নয়। এই মত পোষণ করেছেন মালিকী ফকীহগণ (Al-Dardīr 1372H, 2/117), জাহিরী মতাবলম্বীগণ (Ibn Ḥazm ND, 8/79); এটিই হাম্বলী ফকীহগণের বিশুদ্ধ মত (Ibn Qudāmah 1968, 6/509); শাফিয়ী (Al-Shāfiʿī 1990, 3/155) ও হানাফী ফকীহগণের একটি মতও এটি (Al-Sarakhsī 1989, 21/108)।

তাঁদের মতে, ঋণ যে-প্রকারেরই হোক না কেন, তার নিশ্চয়তার জন্য কোনো বস্তু বন্ধক রাখা হলে বন্ধকগ্রহীতা সেই বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ করতে পারবে না। তাঁদের এ-বক্তব্যের পক্ষে তাঁরা সুন্নাহ থেকে ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল পেশ করেছেন।

সুন্নাহ থেকে দলিল : আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا يَغْلَقُ الرَّهنُ من صاحبِهِ لَهُ غنْمُهُ وعليْهِ غُرمُهُ.

বন্ধকী বস্তু ও তার মালিকের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না; বস্তুটির উপকারও তার, দায়ও তার (Al-Ḥākim 1990, 2390)।

রাসূলুল্লাহ স. বন্ধকী উপকারিতাকে বন্ধকদাতার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এতে বন্ধকগ্রহীতার কোনো অধিকার নেই। হাদিস থেকে এটাই বোঝা যায়।

বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী বস্তু আটক রাখার অধিকার আছে; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সে বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ করতে পারবে। বন্ধকদাতা যদি বন্ধকী বস্তু

ব্যবহারের অনুমতি দিয়েও থাকে তবে সেটা তীব্র প্রয়োজনীয়তার কারণে, স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টির সঙ্গে নয়। অথচ শরীআহ অন্যের সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে।

ইবনে আবিদীন রহ. বলেছেন,

لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ.

বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার গ্রহণের অধিকার নেই (Ibn ʿĀbidīn 2003, 2/333)।

তিনি আরো বলেছেন,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ.

যে ঋণ উপকার বয়ে আনে তা হারাম; সুতরাং বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী বাড়িতে বসবাস করা মাকরুহ, এমনকি বন্ধকদাতা অনুমতি দিলেও (Ibn ʿĀbidīn 2003, 5/166)।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন

أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهناً في قرض ينتفع بها المرتهن.

আমি ঘর-বাড়ির কর্জ নেওয়া অপছন্দ করি; কারণ তা স্পষ্ট / নির্ভেজাল রিবা (সুদ)। অর্থাৎ, কর্জ বা ঋণের বিপরীতে কোনো বাড়ি বন্ধক থাকলে এবং তার দ্বারা বন্ধকগ্রহীতা উপকার গ্রহণ করলে তা সুদ হবে (Al-Zuhaylī 2001, 5/259)।

তৃতীয় মত : কর্জের বিপরীতে যে বন্ধক রাখা হয় তার দ্বারা উপকার গ্রহণ জায়েয নয়; কর্জ ব্যতীত অন্য কিছুর বিপরীতে বন্ধক রাখা হলে তার দ্বারা উপকার গ্রহণ জায়েয। কতিপয় হাম্বলী (Ibn Qudāmah 1968, 6/509), মালিকী (Al-Qurṭubī 1964, 4/266) ও শাফিয়ী (Al-Shāfiʿī 1990, 3/155) ফকীহর মত এটি।

যে ঋণের বিপরীতে বন্ধক গ্রহণ করা হয়েছে তা কর্জ ব্যতীত অন্য কিছু হলে, যেমন: বিক্রীত পণ্যের মূল্য, ঘরের ভাড়া ইত্যাদি, ওই বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার গ্রহণ জায়েয। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে নিম্নবর্ণিত হাদিসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا.

যেসব কর্জ উপকার বয়ে আনে তা রিবা (সুদ) (Al-Bayhaqī 1994, 11251; Al-Zaylaʿī ND, 7/18)।

এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কর্জ ব্যতীত অন্য কোনো ঋণ উপকারিতা নিয়ে এলে তা রিবা বা সুদ নয়। সুতরাং কর্জ ব্যতীত অন্য ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা হলে তার দ্বারা উপকার গ্রহণ জায়েয।

উপরিউক্ত দলীলের জবাব :

১. হাদিস থেকে যা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে তা ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ, তখনকার দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্জই নেওয়া হত এবং তার বিপরীতে সুদ গ্রহণ করত। তাই রাসূলুল্লাহ স. কর্জ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, সুদ শুধু কর্জতেই সীমাবদ্ধ, অন্য ঋণে সুদ নেই।

২. বর্ণিত হাদিসটি দুর্বল। এটির সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে (Al-Ajlūnī 1351H, 1991)।

৩. বন্ধক রাখা হচ্ছে মূলত একটি হকের বিপরীতে, সেটা কর্জ হোক বা অন্য কোনো ঋণ। কর্জ ছাড়া অন্য ঋণ এখানে কর্জের সমতুল্য। সুতরাং যার বিপরীতে বন্ধক রাখা হয়েছে সেটা যা-ই হোক, বন্ধকী বস্তুর বিধানে তারতম্য হবে না।

প্রণিধানযোগ্য মত : বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার গ্রহণের বিষয়ে দ্বিতীয় মতটিই প্রণিধানযোগ্য, যেখানে বলা হয়েছে এ ধরনের উপকার গ্রহণ কোনোভাবেই জায়েয নয়। কারণ তাঁদের প্রদত্ত দলীলসমূহ অধিকতর শক্তিশালী। বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করলে বন্ধকদাতার ক্ষেত্রে এই বস্তুর ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, যা হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া বন্ধকগ্রহীতার এভাবে উপকার গ্রহণের ফলে বন্ধকী বস্তুর ওপর বন্ধকদাতার কোনো দায় থাকে না। এই মত গ্রহণ করলে রিবা বা সুদ থেকে বাঁচা যায়। সুদ থেকে বাঁচার বিকল্প কিছু নেই।

বন্ধকদাতার অনুমতি ব্যতীত বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ

বন্ধকী বস্তুর মালিকানা বন্ধকদাতার এবং বন্ধকী বস্তুর উপকারিতাও তার - এটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় এবং এতে কারো দ্বিমত নেই। কারণ, বন্ধক দেওয়ার কারণে ওই বস্তু থেকে তার মালিকানা অপসারিত হবে না বা হ্রাস পাবে না। সুতরাং বস্তুর মালিকানা যেমন তার, তেমনি বস্তুর উপকারিতাও তার।

বন্ধকদাতা যদি বন্ধকগ্রহীতাকে বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার গ্রহণের অনুমতি না দেয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তুটির বিভিন্নতার কারণে বিধানেও ভিন্নতা আসবে। বন্ধকী জিনিসটির খরচ ও খাদ্যের প্রয়োজন পড়তে পারে অথবা এসবের প্রয়োজন নাও পড়তে পারে। এসবের প্রয়োজন পড়লে তা আবার দুই ধরনের : দুগ্ধবতী বা বাহনের জন্তু অথবা জন্তু নয়। বন্ধকী বস্তুর ভিন্নতার প্রেক্ষিতে তিন ধরনের বিধান রয়েছে।

প্রথম বিধান : যেসব বন্ধকী বস্তুর খাদ্য বা খরচাদির প্রয়োজন নেই সেগুলোর দ্বারা বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার অনুমতি ছাড়া উপকার গ্রহণ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত (Ibn Qudāmah 1968, 6/509)।

দ্বিতীয় বিধান : যেসব বন্ধকী বস্তুর খাদ্য বা খরচাদির প্রয়োজন রয়েছে এবং দুগ্ধবতী বা বাহনের জন্তু নয়, যেমন : ষাঁড়, পাঁঠা, পুরুষ ভেড়া ইত্যাদি, এগুলোর ব্যাপারে ফকীহগণ একমত যে, বন্ধকদাতার অনুমতি ছাড়া এগুলো থেকে উপকার গ্রহণ জায়েয নয়। কারণ, বন্ধকদাতা এগুলোর মালিক, সুতরাং এগুলোর উপকারিতাও তার (Al-Kāsānī 2000, 6/145)।

তৃতীয় বিধান : যেসব বন্ধকী বস্তুর খাদ্য বা খরচাদির প্রয়োজন রয়েছে এবং দুগ্ধবতী জন্তু, যেমন : গাভী, ছাগী অথবা বাহনের জন্তু, যেমন : ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্ছর - এগুলো থেকে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার অনুমতি ছাড়া উপকার গ্রহণ করতে পারবে কিনা তাতে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। চারটি মত রয়েছে এ ব্যাপারে, নিচে তা উল্লেখ করা হলো।

প্রথম মত : বন্ধকী জন্তুর জন্য বন্ধকগ্রহীতা খরচ করুক বা না করুক, তার জন্য বন্ধকদাতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকী জন্তু থেকে উপকার গ্রহণ জায়েয নয়। এটা হানাফী (Al-Sarakhsī 1989, 21/107), শাফিয়ী (Al-Shirbīnī 1994, 2/121) ও মালিকী (Al-Qurṭubī 1964, 4/266) ফকীহগণের মত।

দ্বিতীয় মত : বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তুর জন্য যতটুকু ব্যয় করবে সেই পরিমাণ উপকার গ্রহণ করতে পারবে; এর জন্য বন্ধকদাতার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এটা অধিকাংশ হাম্বলী ফকীহর মত (Ibn Qudāmah 1968, 6/513)।

তৃতীয় মত : বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী জন্তুর দুধ পান বা বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। সে বন্ধকী জন্তুর জন্য যে-পরিমাণ খরচ করবে সেই পরিমাণই ব্যবহার করবে। এটা তখনই যখন বন্ধকদাতা কোনো খরচ দেবে না এবং বন্ধকগ্রহীতা অপারগ হয়ে খরচ করবে। এটা ইমাম আওযায়ী (Al-Qurṭubī 1964, 4/266), ইমাম লাইস ইবনে সা'দ (Ibid.) ও আবু সাওর আল-বাগদাদী (Ibn Qudāmah 1968, 6/512) প্রমুখের অভিমত।

চতুর্থ মত : বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী জন্তুর দুধ দোহন ও বাহন হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয। এটা সে যা খরচ করবে তার বিনিময়ে, তার খরচ কম হোক বা বেশি হোক। যখন বন্ধকদাতা খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জানাবে তখনই এটা তার জন্য জায়েয। এটা ইবনে হায্মের অভিমত (Ibn Ḥazm ND, 8/89)।

রিবা নাসিয়াহ ও ঋণদাতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ : বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি পদ্ধতি

রিবা নাসিয়াহ : রিবা নাসিয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস রহ. বলেছেন, وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض.

> তা এমন ঋণ যাতে মেয়াদ শর্ত করা হয় এবং ঋণগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত নেওয়ার শর্ত করা হয় (Al-Jaṣṣās 1405H, 2/189)।

যেসব ঋণচুক্তিতে ঋণগ্রহীতা থেকে কোনোভাবে অরিতিক্ত নেওয়ার শর্ত থাকে, সেটা টাকা হতে পারে, উপকারিতা হতে পারে, বন্ধকী সম্পত্তির ব্যবহার হতে পারে, সেসব চুক্তিতে রিবা নাসিয়াহ সাব্যস্ত হয়। এটাও এক প্রকারের সুদ বলে তা হারাম। কারণ, ঋণদানের বিনিময়ে ঋণ ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রহণই হলো সুদ বা রিবা এবং তা স্পষ্টত হারাম। বাংলাদেশে জমি বা বাড়ি বন্ধক দিয়ে ঋণ নেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। যিনি ঋণ নেন তিনি বন্ধকী সম্পত্তি হিসেবে জমি বা বাড়ি ঋণদাতাকে ব্যবহার করতে দেন এবং এই শর্তেই মূলত ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। বন্ধকী বস্তু ঋণদাতাকে ব্যবহার করতে না দিলে বা ঋণদাতা কোনোভাবে লাভবান না হলে ঋণ দেয় না। বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভের উদ্দেশ্যেই ঋণদাতা ঋণ দিয়ে থাকে। এটা লিখিত বা অঘোষিত শর্ত হিসেবে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি করা হয় না। নিচে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হলো :

জমি বন্ধক : বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় বহুল প্রচলিত লেনদেন হল, জমি বন্ধক রীতি। জমির মালিক একটা মোটা অংকের টাকা নেয়। বিনিময়ে বন্ধকগ্রহীতা

জমিটি ভোগ করে এবং মেয়াদান্তে মালিক পুরো টাকা ফেরত দিয়ে জমিটি বুঝে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারিত থাকে না। বন্ধকদাতা যখন ঋণ পরিশোধ করতে পারে তখনই জমি ফেরত পায়। এক্ষেত্রে ঋণদাতার জন্য বন্ধকী জমি ভোগ করা রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত, তাই এটা হারাম। কোনো কোনো এলাকায় এটাকে জমি কট দেওয়াও বলে। আবার কেউ জমি খায়খালাসি দেওয়া বলে। নাম যাই হোক লেনদেন ও হুকুম একই।

বাড়ি বন্ধক : জমি বন্ধকের মত ঢাকা শহরে বাড়ি বন্ধকের প্রথা চালু হয়েছে। তা এই যে, বাড়িওয়ালা নিজ প্রয়োজনে ৫ বা ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নেয়। বিনিময়ে ঋণদাতাকে পাঁচ বছর বা দশ বছর তার ফ্ল্যাটে বিনা ভাড়ায় থাকার সুযোগ দেয়। অধিকাংশ সময়েই মেয়াদ অনির্ধারিত থাকে। বাড়িওয়ালার পক্ষে যখন সম্ভব হয় তখন ঋণের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাট বুঝে নেয়। ঋণদাতা আবার এই ফ্ল্যাট নিজে ব্যবহার না করে ভাড়া দিয়ে টাকা উপার্জন করে। এই লেনদেনও সম্পূর্ণ সুদী ও রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। তাই তা স্পষ্ট হারাম। কেননা ঋণের কারণেই এ সুবিধা পাচ্ছে।

বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে সিকিউরিটি বেশি দিলে ভাড়া কমিয়ে দেওয়া : বাড়ি বন্ধকের উপরিউক্ত পদ্ধতি নাজায়েয হওয়ার কারণে অনেকে হীলা বা কৌশল হিসাবে এ পদ্ধতি চালু করেছে। যেমন, কোনো বাড়িওয়ালার টাকার প্রয়োজন। যেখানে সাধারণ হিসেব অনুযায়ী ১০/২০ হাজার টাকা অগ্রিম নেয়ার কথা, সেখানে বাড়িওয়ালা পাঁচ লাখ টাকা সিকিউরিটি মানি দাবি করে এবং এর বিনিময়ে ভাড়া কিছুটা কমিয়ে দেয়। যেমন : প্রচলিত হিসেবে ভাড়া ১০ হাজার টাকা; কিন্তু পাঁচ লাখ টাকা সিকিউরিটি মানি দেওয়ার কারণে ২ বা ৩ হাজার টাকা। এটাও হারাম। কারণ পাঁচ লাখ টাকা ঋণ দেওয়ার কারণেই তার থেকে ভাড়া কম নিচ্ছে। এই ঋণকে ছুতা হিসেবে সিকিউরিটি মানি বলা হয়েছে। সিকিউরিটি মানি তো সেটাই যা সচরাচর সবাই দিয়ে থাকে। যা দিলে ভাড়া কমানো হয় না। ভাড়া স্বাভাবিকই থাকে। নাম যাই দেওয়া হোক ফেরতযোগ্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কারণেই ১০ হাজার টাকার ভাড়া ২/৩ হাজারে নেমে এসেছে।

উপসংহার

সম্পদ মানবজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের জীবনে আর্থিক লেনদেনের বড় ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঋণের লেনদেন আবশ্যক ও প্রয়োজনীয় বিষয়। ঋণদাতা সবসময়ই তার ঋণের নিশ্চয়তা চায় এবং যাতে তার প্রদত্ত ঋণ যথাসময়ে ফেরত পায় তার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। এই ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করলে অথবা অন্য কোনো কারণে ঋণের টাকা ফেরত দিতে অপারগ হলে ঋণদাতা বন্ধকী বস্তু থেকে বা তা বিক্রি করে তার টাকা ফেরত পেতে পারে। বন্ধক মূলত ঋণদাতার অধিকারের গ্যারান্টি প্রদান করে। বন্ধকী বস্তু কি এমনিই বেকার পড়ে থাকবে না-কি বন্ধকদাতা অথবা বন্ধকগ্রহীতা এটি ব্যবহার করে উপকার গ্রহণ

করতে পারবে এ-ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। বন্ধকাদাতা বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে পারবে বলে অধিকাংশ ফকীহ মত ব্যক্ত করেছেন। এটিই প্রণিধানযোগ্য মত। বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধকী বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। অন্যদিকে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে পারবে কি-না এ ব্যাপারেও ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। গ্রহণযোগ্য মত এই যে, বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে পারবে না, এমনকি বন্ধকদাতা অনুমতি দিলেও। কারণ, এতে সুদের আশঙ্কা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. যেসব ঋণ উপকার বয়ে আনে সেগুলোকে রিবা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে বন্ধকী বস্তুর জন্য যদি বন্ধকদাতাকে টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়, তবে সে ওই পরিমাণই উপকার গ্রহণ করতে পারবে যতটুকু সে খরচ করবে। বাংলাদেশে বন্ধক রাখার শর্তের ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের রেওয়াজ রয়েছে। এখানে ঋণদাতার উদ্দেশ্যই হলো ঋণদানের বিনিময়ে বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ বা মুনাফা অর্জন। অনেক সময় মেয়াদও নির্ধারিত হয় না। ঋণদাতা অনির্ধারিত সময়ের জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করে থাকে। এটাও রিবার অন্তর্ভুক্ত এবং শরীয়তে নিষিদ্ধ।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Al-Ajlūnī, Ismā‘īl ibn Muḥammad. 1351H. Kashf al-khafā’ wa muzīl al-Ibās. Cairo: Maktaba al-Quds.

Al-Azharī, Ṣaliḥ ‘Abd al-Sāmī‘. ND. *Jawāhir al-Aklīl Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Bairut: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Balyāwī, Abul Fadal ʿAbdul Hafeez . 2003. *MisbaÍ al-Lughat*. Translated by: Habibur Rahman Munir Nadawi. Dhaka: Thanwi Library.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 1994. Al-Sunan al-Kubrā. Makka: Maktaba Dār al-Bāz.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muḥammd ibn Ismā‘īl. 1987. *Al-Jāmi‘ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dardīr, Abū al-Barakāt Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Ḥāmid. 1372H. Al-sharḥ al-Saghir. Egypt: Taba'a al-Halabī.

Al-Dusūkī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah. ND. *Ḥashiyat ‘alā Al-Sharḥ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Ḥākim al-Naysābūrī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn ʿAbdullāh. 1990. *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥeeḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Jaṣṣās, Abū Bakr Aḥmad ibn ʿAlī al-Rāzī. 1405H. *Aḥkām al-Qur'ān*. Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī

Al-Kāsānī Al-Ḥanafī, Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad. 2000. *Badāi‘ al-Ṣanāi‘ fī Tartīb al-Sharāi‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Khurashī, Muḥammad ibn ‘Abdullāh ibn ‘Alī.1997. *Hāshiyat Al-Khurashī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Matbaa‘ Muḥammad ‘Alī Baidūn.

Al-Marghīnānī, Abū al-Hasan Burhān al-Dīn ‘Ali ibn Abu Bakr ibn ‘Abd al-Jalīl al-Farghānī. ND. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī.

Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. 1427H. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Nawawī, Abū Zakariā Yaḥyā Ibn Sharaf. 1991. *RawÌah al-Ùālibīn*. Beirut: Al-Maktab al-Islām.

Al-Nawawī, Abū Zakariā Yaḥyā Ibn Sharaf. ND. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhaẓẓab*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Bakr al-Anṣārī. 1964. *Al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qurān*. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Sahl. 1989. *Kitāb Al Mabsuṭ*. Bairut: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Shāfiʿī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Idrīs. 1990. *Kitāb al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Jamāl al-Dīn Ibrāhīm ibn ʿAlī ibn Yūsuf al-Fīrūzābādī. ND. *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al- Al-Shāfiʿī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Shirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb. 1994. *Mughnī al-muḥtāj ilā Ma'rifat al-Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Tirmidī, Abū ‘Isā Muḥammad Ibn ‘Isā. 1417H. *Al-Sunan*. Riyadh: Maktabat al-Ma‘ārif.

Al-Zayla‘ī, Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Yūsuf ibn Yūnus Ibn Muḥammad. ND. *Nasb al-Rāyah*. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā. 2001. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin Ibn ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Ḥanafī. 2003. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Riyadh: Dār al-ʿĀlam Al-Kutub.

Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Abū al-Fadl Aḥmad ibn Alī ibn Ḥaja. 1407H. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Cairo: Dār al-Matba‘a al-Salafiyya.

Ibn Ḥazm al-Ẓāhirī, Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd Ibn Ḥazm. ND. *Al-Muḥallā bi-al-Athār*. Bairut: Dār al-Fikr.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad. 1997. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wil āy al-Qurān*. Damascus: Dār al-Qalam.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Aḥmad ibn Manzūr al-Ansārī. 1414H. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1968. *Al-Mughnī*. Cairo Maktaba al-Qahirah

Mulla Khosrū, Muḥammad ibn Farāmurz ibn ‘Ali. ND. *Durar al-Ḥukkām fī Sharḥ Gurar al-Aḥkām*. Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Muslim, Abū al-Husaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Saĺīĺ*. Beirut: Dār al-Fikr.

‘IIlish, Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad Al-Mālikī. 2003. Sharḥ Manḥ al-Jalīl ‘alā Mukhtaṣar Khalīl. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.